

## করবা চৌথ - ASTHA

*Astha Bangla*

জহর সরকার

.....

আঞ্চলিক উৎসবগুলির মধ্যে যেগুলি বলিউডের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছে, করবা চৌথ ব্রতটি তার মধ্যে অন্যতম। মুম্বইয়ের গণেশ উৎসবের মতো এর আবেদনও চলচ্চিত্রে অনস্বীকার্য। তবে গণেশ পুরাণে বর্ণিত একজন হিন্দু দেবতা। সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষই কখন করবা চৌথ ব্রতের নাম সেভাবে জানত না – যদি না এটি হিন্দি সিনেমায় ব্যাপক ব্যবহার হতো।



বিবাহ-পরবর্তী রোম্যান্স বলিউডের একটি বহুবর্ষজীবী থিম এবং করবা চৌথ ব্রতটি তার জন্য উপযুক্ত। আধুনিক স্বাধীন মহিলারা যতই ঝাটকা দিতে সক্ষম হন না কেন, সেই প্রেক্ষিতে ফিল্মপ্রেমীরা কেবল বিবাহিত হিন্দু মহিলাদের প্রদর্শিত এই সূক্ষ্ম প্রেম এবং ভক্তিকেই বেশি পছন্দ করেছিলেন। তাঁদের কাছে স্বামীর মঙ্গল এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি দিনব্যাপী উপবাস পালনের মাধ্যমে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু আজকাল স্ত্রীদের পাশাপাশি অনেক স্বামীকেও উপবাস পালন করতে দেখে ভালো লাগে। যা এই ব্রতের একটি বেশ অপ্রচলিত একটি বার্তাকে বহন করে।



হিন্দু চান্দ্র মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কার্তিক মাসে, সাধারণত অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে, কোজাগরী পূর্ণিমার পর অন্ধকার পাক্ষিকের চতুর্থ দিনে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলিতে মহিলারা এই ব্রত পালন করেন। তবে বিহার এবং পূর্বের অন্যান্য হিন্দিভাষী অঞ্চলে এটি ততটা জনপ্রিয় নয়। করবা দেবী, পার্বতী এবং চৌথ হলেন দেবী যাদের কাছে প্রার্থনা উৎসর্গ করা হয়, যখন শিব, গণেশ এবং কার্তিকেয়ের মতো দেবতাদেরও তাদের আশীর্বাদের জন্য পূজা করা হয়।

করবা চৌথ শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, 'কারবা', যার অর্থ একটি মাটির পাত্র একটি থোকা এবং 'চৌথ' যার অর্থ চতুর্থ চন্দ্র দিবস। চাঁদ দেখা গেলেই নারীরা জল নিবেদন করে মাটির পাত্র দিয়ে। এটি স্পষ্টতই একটি লোক আচার কারণ কোন পুরোহিত এবং কষ্টকর আচার নেই। মহিলারা বিশ্বাস করেন যে এই উৎসবটি তাঁদের স্বামীদের নিরাপদ রাখার জন্য প্রার্থনা করা। যা মূলত শুরু হয়েছিল যারা যুদ্ধ করতে বা দূর দেশে ব্যবসা করার জন্য বাড়ি থেকে দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটাতেন তাঁদের মঙ্গল কামনা করে।

সেই হিসেবে দেখতে গেলে পৌরাণিক কাহিনী প্রচুর, সবচেয়ে পরিচিত একটি হল সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী। নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রী তার দৃঢ় সংকল্প এবং প্রার্থনা দিয়ে তার স্বামীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন – অনেকটা বাংলার বেহুলার মতো। আরেকটি গল্প হল বীরবতী, সাত ভাইয়ের একমাত্র আদরের বোন। যখন তার ভাইরা তার স্বামীর জন্য এত কঠোরভাবে তার উপবাস দেখতে সহ্য করতে পারেনি, তখন তারা তাকে বিশ্বাস করায় যে চাঁদ উঠেছে। বীরবতী তার অনশন ভেঙেছিলেন কিন্তু শীঘ্রই তার স্বামীর মৃত্যুর ভয়ঙ্কর সংবাদ পান। তখন তিনি এক বছর ধরে আরও কঠোরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যতক্ষণ না দেবতারা তার স্বামীকে জীবিত করেন।

করবা চৌথের আগের দিন সন্ধ্যায়, মহিলার মা তার মেয়ের জন্য কাপড়, নারকেল, মিষ্টি, ফল এবং সিঁদুর এবং শাশুড়ির জন্য উপহারের ডালি পাঠান। এমনকি উপহারগুলির মধ্যে হিন্দু মহিলাদের বৈবাহিক নানান সামগ্রী যেমন, পায়ের আংটি, পায়ের পাতা, কাঁচের চুড়ি, সিঁদুর, বিল্ডি/টিপ এবং আলতা প্রভৃতিও লক্ষ্য করা যায়।



মহিলারা তাদের হাতে মেহেন্দি (মেহেন্দি) লাগান। করবা চৌথের দিন সূর্যোদয়ের আগেই পরিবারের সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে পড়েন। বিবাহিত মহিলারা শাশুড়ির দেওয়া তাজা ফল, শুকনো ফল, মিষ্টি, চাপাটি এবং শাকসবজি দিয়ে তৈরি খাবার খান। শেষ বিকেলে, মহিলারা তাদের নিজ নিজ খালি নিয়ে একত্রিত হয় যাতে রয়েছে নারকেল, ফল, শুকনো ফল, একটি দিয়া (প্রদীপ), এক গ্লাস কচি লসিয় (দুধ এবং জল দিয়ে তৈরি একটি পানীয়), মিষ্টি মাথরি এবং উপহারগুলি নিয়ে গৌরা মা (দেবী পার্বতী) এর মূর্তিকে ঘিরে রাখেন। সেই সময় করবা চৌথের গল্পটি একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক মহিলা বর্ণনা করেন। তারপরে তারা খালিগুলিকে বৃত্তের চারপাশে ঘোরাতে শুরু করেন। একে খালি বাটানা বলা হয়। এই সময় তারা লোকগানও গাইতে শুরু করেন।



এরপর একটি চালনির মধ্যে দিজে তারা আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাদের উপবাস ভঙ্গ করেন। চাঁদকে লসিয় নিবেদন করে

তাদের স্বামীদের জন্য প্রার্থনা করে উপবাস ভঙ্গ করেন।

এই ধরনের লোক উৎসবগুলো সারা বিশ্ব থেকেই আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে — তবে বলিউড এই ব্রতটিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

(লেখক প্রসারভারতীর প্রাক্তন সিইও। বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। মূল ইংরেজি লেখাটির অনুসরণ করে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল। মূল ইংরেজি লেখাটি নিচে দেওয়া হল।)

## What is Today's Karva Chauth?

### Jawhar Sircar

.....

Among regional festivals that have been most widely publicised by Bollywood, Karva Chauth takes the pride of place — along with Mumbai's Ganesh Festival. But while Ganesh is a pan-Indian Hindu deity, most would never have known the quaint one-day festival called Karva Chauth — had it not been for Hindi cinema.

Post marriage romance has been a perennial theme of Bollywood and Karva Chauth fitted the bill. However much the modern independent women may bristle, filmgoers just loved the subtle love and devotion displayed by married Hindu women who observed a day long fast to ensure the well-being and longevity of their husbands. But it's more satisfying to see many husbands observing a reciprocal fast nowadays — which is quite unconventional, but it conveys the message.

The ritual is held on the fourth day of the dark fortnight after Kojagari Purnima, in the month of Kartik of the Hindu lunar calendar, usually around the middle of October. North Indian states like Punjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan observe the vrat, but it is not so popular in Bihar and other Hindi-speaking areas of the East. Karva Devi, Parvati, and Chauth are goddesses to whom the prayers are dedicated, while gods like Shiva, Ganesha and Kartikeya are also worshipped for their blessings.

The term Karva Chauth is made up of two words, 'Karva,' which means an earthen pot with a spout and 'Chauth' which means fourth lunar day. Women offer water to the moon when it is sighted —with the spouted clay vessel. It is clearly a folk ritual as there are no priests and cumbersome rites. People believe that this festival originated from women praying for the safe return of their husbands who had left home to fight wars or to trade in far off lands.

As expected, mythological tales abound, the best known one being the ancient one of Savitri-Satyavan. The devoted wife brought back her husband from the jaws of death with her determination and prayers — quite like Behula in Bengal. Another story is that of Veervati, the only sister of seven loving brothers. When her brothers could not bear to see her fast so rigorously for her husband, they misled her into believing that the moon had risen. Veervati broke her fast but soon received the terrible news of her husband's death. She just did not accept it and prayed even more rigorously for a whole year until the gods brought back her husband to life

On the evening before Karva Chauth, the mother of the woman sends Bayaa, consisting of clothes, coconut, sweets, fruits and sindoor (vermillion) for her daughter and gifts for the mother-in-law. Even gifts serve as markers of the marital status of Hindu women, like toe rings, anklets, glass bangles, vermillion, bindi/tika and alta, a red border applied around the feet). Women also apply mehendi (henna) on their hands.

The family wakes up before sunrise on the day of Karva Chauth and married women consume Sargi meal of fresh fruits, dry fruits, sweets, chapatis and vegetables offered by the mother-in-law. In the late afternoon, women come together with their respective thalis containing coconuts, fruits, dry fruits, a diya (lamp), a glass of kachi lassi (a drink made of milk and water), sweet mathri and the gifts that are for the mother-in-law. They encircle the idol of Gaura Maa (Goddess Parvati) and the story of Karva Chauth is narrated by a wise elderly woman. Then they start to rotate the thalis around the circle, the thali batana as it's called, and sing folk songs.

It is soon time to look at the sky, usually from the rooftop, to catch a glimpse of the moon. This they view through a Channi (sieve) and break their fast only then — after offering kachi lassi to the moon and reciting a prayer for their husbands.



Folk festivals and those that have a touch of patriarchy are dying out all over the world — but this one has been given a new life by Bollywood.